টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আধুনিক ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২১শে মাঘ বুধবার, ১৩৭৬ ইং 4th Feb. 1970 | ৩৫শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সরল ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দীর্ঘকালীন দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধিগ্রস্তেরা হতাশ হইবেন না। বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করা হয়। সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ তপোময় চৌধুরী, এম-এ
রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথ
নীলরতন কলোনী, রঘুনাথগঞ্জ।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

শয়তানিকে বুকের মাঝে
দিবানিশি রাখছো পুষি,
লোক দেখিয়ে সন্ধ্যা করো
ঠন্‌ঠনিয়ে কোশাকুশি।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে মাঘ বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ ব্যাধির আক্রমণ ॥

—০—

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ধর্মজীবন লাভ করিতে হইলে আপনাদের নিজেদের কি হইল, আপনাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কতটা হইল, এইটি বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। ইহা আত্মসমীক্ষারই নামান্তরমাত্র। আর এইরূপ আত্মসমীক্ষা যখন গোটা একটি জাতির আসে তখনই এক এক প্রকারের রেনেসাঁ দেখা দেয়। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের সারা সমাজে এইরূপ একটা অবস্থা আসার প্রয়োজন। আজ এই রাজ্যের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি—সর্বত্রই কি যেন অস্বস্তি। ধর্মের কথা ছাড়িয়া দিই। এমন একটি কাল্পনিক বস্তুর পিছনে ছুটিয়া যাওয়া কোন কাজের নয়। তবে রাজনীতি ও সমাজনীতি আজ সকলের মনের রুচি আনিয়া দিতেছে। তাই দেখা যায়, রাজনীতি বস্তুটি একটি জঞ্জাল হইয়া পড়িয়াছে। মাতৃগর্ভের শিশু, সেও রাজনীতিতে মাতামাতি করে, মরণোন্মুখ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের নাভিশ্বাসে রাজনীতির ফুৎকার। 'যাহা বাহান্ন' বলিয়া আত্মপ্রসাদে আমরা সাধারণ নাগরিক কথার তুবড়িবাজী, ঐক্যবিধায়ক বৈঠক, 'আমরা এখনও এক আছি'-র স্তোকবাক্য শুনিয়া মস্তক কণ্ডূয়ণ করি আর ভাবি—ইহাই এই যুগের প্রকৃষ্ট রাজনীতি। সংবিধানের ধারা-উপধারার কচকচি লইয়া মাথা ঘামাইতে না পারিলেও মনে হয়, কোন রাজ্যকে জাহান্নামের পথে ঠেলিয়া দিবার সূত্র কি সংবিধানে পাওয়া যায় না? সে হদিস যদি মিলে ত রাজ্যের একটা স্বস্তির শ্বাস পড়ে।

আর সমাজের ন্যায়-নিষ্ঠা প্রভৃতি ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। যুদ্ধোত্তর যুগে চোরাকারবারীদের রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে লটকাইয়া দিবার সুউচ্চ ঘোষণা আমরা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম—ইহা না হইলে কি আর সরকার? স্বপ্ন ভাঙ্গিলে শুধু অন্তর্মথিত একটু দীর্ঘশ্বাস পড়িতে যা বাকি ছিল।

শেষ আশ্রয় শিক্ষাক্ষেত্র; এখানে আজ যদি কোন হিউয়েন্থ্‌ সাঙ্‌ শুভাগমন করেন এবং তাবৎ পরিসংখ্যানাদি সংগ্রহ করেন, দেখিবেন—এখানেও একটি বিভ্রাটের ব্যবস্থা। আমরা সংবাদে জানিয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত 'গার্ড' বা 'ইনভিজিলেটর' নামক পদের বর্তমান সংখ্যা প্রায় আট শত। ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পরীক্ষায় 'গার্ড' দেন। ছাত্রেরা অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া কেল্লা ফতেহ্‌ করেন কিনা, তাহা দেখিবার ভার ইঁহাদের উপর। কর্তব্য অতি কঠোর এবং গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সাধারণতঃ জানিয়া থাকি যে, পরীক্ষা-গৃহে কিছু কিছু পরীক্ষার্থী অবৈধ উপায়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে চান বা দেন। অবশ্য শাস্তি ভোগও যে কপালে জুটে না এমন বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই মারাত্মক ব্যাধিতে পড়ুয়া এবং পাশ করার মত পরীক্ষার্থীদেরও আক্রান্ত হইতে হইতেছে। যদি কাহারও তেমন দুর্ভাগ্য হয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সময় বিদ্যালয়গুলির (সব নহে) শৌচাগারে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ইহা বড় কথা নয়, কথা হইতেছে তথাকথিত 'ইনভিজিলেটর' যাঁহারা নাকি পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে 'পারিতোষিক' পাইয়া তাঁহাদের পরীক্ষাদানের ব্যাপারে স্বাধীনতা দান করেন, তাঁহাদের লইয়া। সর্বত্র নহে, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্ডদের সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ যাহা সংবাদে প্রকাশ, তাহা আজ সত্যই সকলকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের পরীক্ষার পরই সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাঁহারাই যাঁহারা এই বৈতরণী কাঞ্চন-কৌলীন্যে পার হইবেন। তাঁহাদের নিকট সুস্থ সমাজজীবনের নীতিগুলি কি অপাংক্তেয় হইয়া রহিবেনা? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যে মণ্ডিত। আজ যদি তাহার এই কলঙ্ক আসিয়া পড়ে, তবে তাহা দূর করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে দৃঢ়হস্তে কাজে নামিতে হইবে।

আমরা চাই, আজ অন্ততঃ একটি মাত্র দিক ইতিহাসে লিখিত হউক যে, এই অন্যায়, এই দুর্নীতির নিরসনের জন্য একটি শিক্ষা-সংস্থা অগ্রণী হইয়াছেন।

তাণ্ডবলীলার শেষ কোথায়?

জঙ্গিপুর মহকুমার ম্যালেরিয়া বিভাগের কর্ম্মীগণ N. M. E. P. কে বজায় রাখিতে গিয়া গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে যে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে উপদ্রুত অঞ্চলের মানুষগুলি প্রতিদিন আমাদের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। শহরাঞ্চলের উপদ্রুত মানুষগুলির প্রধান অভিযোগ এই যে এ সমস্ত কর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়া সরকারের আদেশের দোহাই দিয়া পাকা দেয়াল-গুলিকে পেন্সিলের আঁচড়ের কুরুক্ষেত্রে পরিণত করিতেছে। আর গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষগুলির বিশেষ অভিযোগ হইল এই যে তাহারা যখন নানাকাজে বাহিরে বেড়াইয়া যায় তখন এই সমস্ত কর্মীরা বাড়ীর মহিলাদের শত আপত্তি সত্ত্বেও সরকারী আদেশের পরোয়ানা হাতে লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া কখন ঘরের দেয়ালে, কখন দরজায় আবার কখনও বা ঘরের মধ্যের দেয়ালে সগর্বে তাঁহাদের কার্য্যনমুনা পেন্সিলে লিখিয়া যায়। অতএব জঙ্গিপুর মহকুমার শহর এবং গ্রামাঞ্চলের এই সব উপদ্রুত মানুষগুলির সরকারের কাছে একমাত্র প্রশ্ন—এই সব তাণ্ডবলীলার আয়ু আর কতদিন?

বিস্মৃত অতীত থেকে

বহুদিন আগে দাদাঠাকুর গান্ধীজীর তিরোধান দিবসকে উদ্দেশ্য করে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' 'পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম' শিরোনামা দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা সেই প্রবন্ধের কিছুটা অংশ নিম্নে প্রকাশ করলাম। —সম্পাদক

এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যে প্রজা না খাইয়া মরিতেছে, এই রাজ্যে যাহারা বেতনভোগী সেবক নামধারী নেতা, তাহারা আজ দুধ ভাত বা ঘী রোটী খাইয়াও নিশ্চিন্ত নহেন ; চাকরী ছাড়িয়া বৎসরে ১৫০০০৲ টাকার বরাদ্দ এখনই করিতে একটুও লজ্জিত হন না। ইহাদের মুখে মহাত্মাজীর নাম উচ্চারিত হইলে যেন পবিত্র নামটীও কলঙ্কিত হইল বলিয়া মনে হয়। জনক শব্দের ভাষান্তর "বাপুজী"। আজ যারা তাঁহাকে "বাপুজী, বাপুজী" বলে তাহাদের তাহা মুখের কথা, মনে মনে বাঃ পুঁজী! বাঃ পুঁজী! বলিয়া আজ যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন মহাত্মাজী জীবিত থাকিলে তিনিই এই সব "দোদেল বান্দা কল্মা চোরদের" দুস্মন হইতেন।

তিরোধান দিবসে

৩০শে জানুয়ারী অহিংসার পূজারী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস। তাঁকে প্রণাম জানাবার পূর্ব্বে একটা কথাই বার বার মনে পড়ছে—আমরা কি জনকের বাণী ও আদর্শকে প্রতিদিন অবিচার, অবিবেচনা, অসত্য এবং হিংসার যূপকাষ্ঠে নির্বিচারে বলিদান দিচ্ছি না? তবুও আমরা তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

বাৎসরিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা

গত ২৩শে জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের বার্ষিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়। শ্রীমান্ দিদারুল ইসলাম ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার জঙ্গিপুর উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। আবদুস সালাম ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। ক্রীড়া শেষে শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় পারিতোষিক বিতরণ করেন।

মোটর ট্রান্সপোর্ট শ্রমিকদের গৌরবময় সাফল্য

গত ৩০-১-১৯৭০ তারিখে বহরমপুরে সরকার, মালিক এবং শ্রমিক পক্ষে প্রতিনিধি শ্রীঅচিন্ত্য সিংহ, শ্রীব্রজকিশোর সরকার সহ অন্যান্য শ্রমিক মিলে এক গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক পক্ষের ছয়দফা দাবীর ভিত্তিতে আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (১) প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে স্থায়ীভাবে নিয়োগপত্র দান। (২) ড্রাইভার এবং কণ্ডাক্টরগণকে ভারপত্র দান। (৩) সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি। (৪) সবেতন বৎসরে আরও তিরিশ দিন ছুটি। (৫) প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে স্থায়ী করণ। (৬) ড্রাইভারের সর্বনিম্ন বেতন ২৫০ টাকা এবং যাঁহারা আড়াই শত টাকা বা তদূর্দ্ধে বেতন পাইতেছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে আরও দশ টাকা বৃদ্ধি। কণ্ডাক্টরের সর্বনিম্ন বেতন ১৭০ টাকা ক্লীনারদের সর্বনিম্ন বেতন ১২০ টাকা এবং যাহারা ১২০ টাকার উর্দ্ধে বেতন পায় তাহাদের ক্ষেত্রে দশ টাকা বৃদ্ধি। মালিক পক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছেন—সর্ব্বশ্রী কার্ত্তিকচাঁদ পাণ্ডে, অজিতকুমার সিংহ, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, জে, সি, লাহিড়ী, এ্যাণ্ড সন্স পক্ষে সুভেশ লাহিড়ী, হামিদ খাঁ, মামুদ খাঁ, সত্যনারায়ণ অটো সার্ভিস এবং কমলকুমার সাহা পক্ষে কমলকুমার সাহা। দুর্গাদাস ঘোষ পক্ষে নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য। —সংবাদদাতা

শহীদ দিবসে সর্ব্ব-ধর্ম্মীয় প্রার্থনা সভা

গত ৩০শে জানুয়ারী শহীদ দিবস উপলক্ষে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে একটি সর্ব্বধর্ম্মীয় প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জঙ্গিপুরের সেকেণ্ড অফিসার শ্রীপ্রভাতকুমার নিয়োগী মহাশয়। মাল্যদানের পর প্রার্থনা সভা শুরু হয়। বেলা এগার ঘটিকায় দুই মিনিট কাল নীরবতা পালন করা হয়। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বেদ, শ্রীকর্পূরচাঁদ জৈন জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থ, শ্রীঅমর গুহ খ্রীশ্চান ধর্ম্মগ্রন্থ, সেখ হাবিবুর রহমান ইসলাম ধর্ম্মগ্রন্থ ও শ্রীগুরুদেব সিংহ শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। শ্রীশশাঙ্কশেখর পাঁজার রামধুন সঙ্গীতের পর প্রার্থনা সভা শেষ হয়। মহকুমা তথ্য-আধিকারিক শ্রীপ্রশান্ত ধর প্রার্থনা সভা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

বিজ্ঞপ্তি

বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির নির্বাচনের কর্মসূচী।

সাময়িক ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবার তারিখ ও সময় ১৯-২-৭০ বেলা ২টা, ভোটার তালিকায় কোন নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী এবং কোন নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য দাখিল করণের জন্য নির্ধারিত তারিখ ও সময় ২৭-২-৭০ বেলা ২টা পর্য্যন্ত, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবার তারিখ ও সময় ৭-৩-৭০ বেলা ২টা, শিক্ষায়তনের প্রধানের নিকট মনোনয়ন পত্র (সমূহ) দাখিল করণের শেষ তারিখ ও সময় ১৭-৩-৭০ বেলা ২টা পর্য্যন্ত, মনোনয়ন পত্রগুলি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার (স্ক্রুটিনি) তারিখ ও সময় ১৮-৩-৭০ বেলা ২টা, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখ ১৯-৩-৭০ বেলা ২টা পর্য্যন্ত, নির্বাচন অনুষ্ঠান ২২-৩-৭০ তারিখে বেলা ৯টা হইতে বেলা ১২টা এবং প্রয়োজন বোধে বেলা ১টা হইতে বিকাল ৪টা।

নরেন্দ্রকুমার সিংহ, প্রধান-শিক্ষক
বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪১৬৬

আর পি ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। তিন টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)